Toppersnotes®
Unleash the topper in you

পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিস

প্রাদেশিক নাগরিক সেবা

প্রিলিম এবং মেইনস

পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন

ভলিউম - 2
Volume - 2

মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাস
(History of Medieval India)

SIERRA INNOVATIONS

পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিস

ভলিউম 2

ভারতের মধ্যযুগীয় ইতিহাস

S. No.	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা নং
1.	**প্রারম্ভিক মধ্যযুগীয় ভারত (৭৫০-১২০০ খ্রিস্টাব্দ)** • মধ্যযুগীয় সময়কাল • ভারতীয় সামন্তবাদ • গুর্জরা-প্রতিহারস (খ্রিস্টীয় ৮ম শতাব্দী - ১১ম শতাব্দী) • বাংলার পাল (৮ম-দ্বাদশ শতাব্দী) • রাষ্ট্রকূট (৪ম - ১০ম শতাব্দী) • বাংলার সেনরা • পশ্চিম গঙ্গা • পূর্ব গঙ্গা	1
2.	**চোল সাম্রাজ্য** • রাজনৈতিক ইতিহাস • প্রশাসনিক কাঠামো • চোলা গ্রাম প্রশাসন • ভূমি রাজস্ব প্রশাসন • চোল শিলালিপি • শিল্প এবং স্থাপত্য • অর্থনীতি • সমাজ • ধর্ম • ক্যালেন্ডার • ব্রাহ্মণদের পদ • সেনাবাহিনী • কল্যাণীর চালুক্যরা • চোল-চালুক্য যুদ্ধ • চোল সাম্রাজ্যের সমাপ্তি	24
3.	**আরব আগ্রাসন** • সিন্ধুতে আরব বিজয় • গজনবীদের	41
4.	**দিল্লি সুলতান** • ক্রীতদাস/ইলবাড়ি রাজবংশ (১২০৬-১২৯০) • খিলজি রাজবংশ (১২৯০-১৩২০) • তুঘলক রাজবংশ (১৩২০-১৪১৩) • সাইয়্যেদ রাজবংশ (১৪১৪-৫১) • লোধি রাজবংশ (১৪৫১-১৫২৬) • দিল্লি সালতানাতের অধীনে প্রশাসন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন • দিল্লি সালতানাতের পতন	49

5.	**বিজয়নগর ও বাহমনি রাজ্য** • বিজয়নগর রাজ্য (১৩৩৬-১৬৭২) • সঙ্গমা রাজবংশ • সালুভা রাজবংশ (১৪৮৫-১৫০৫ খ্রি.) • টুলুভা রাজবংশ • আরাভিদু রাজবংশ (১৫৭০-১৬৫০ খ্রি.) • বিজয়নগর সম্পর্কে বিদেশী ভ্রমণকারীরা	**70**
6.	**মুঘল সাম্রাজ্য** • সম্রাট ○ বাবর **(১৫২৬-১৫৩০ খ্রি.)** ○ হুমায়ুন (১৫৩০-৪০ **খ্রি.**) ○ সুর সাম্রাজ্য (১৫৪০-৫৫ খ্রি.) ○ আকবর (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রি.) ○ জাহাঙ্গীর (১৬০৫-২৭ খ্রি.) ○ শাহজাহান (১৬২৮-৫৮ খ্রি.) ○ ঔরঙ্গজেব (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রি.)	**85**
7.	**মারাঠা সাম্রাজ্য এবং অন্যান্য আঞ্চলিক রাজ্য** • মারাঠাদের উত্থান • শাহজি ভোঁসলে • শিবাজি রাজে ভোঁসলে (১৬৭৪-১৬৮০) • সম্ভাজি (১৬৮১-১৬৮৯) • রাজারাম (১৬৮৯-১৭০৭) • শাহু (১৭০৮-১৭৪৯) • রাজারাম দ্বিতীয়/রামরাজা (১৭৪৯-১৭৭৭) • পেশওয়া (১৬৪০-১৮১৮) • বালাজি বিশ্বনাথ ভট্ট (১৭১৩-১৭১৯) • বাজি রাও প্রথম (১৭২০-১৭৪০) • বালাজি বাজি রাও প্রথম/ নানা সাহেব প্রথম (১৭৪০-৬১) • মাধব রাও (১৭৬১-১৭৭২) • রঘুনাথ রাও (১৭৭২ - ১৭৭৩) • নারায়ণ রাও (১৭৭২ - ১৭৭৩) • রঘুনাথ রাও (১৭৭৩- ১৭৭৪) • সওয়াই মাধব রাও (১৭৭৪-১৭৯৫) • দ্বিতীয় বাজি রাও (১৭৯৬-১৮১৮) • পোস্ট মুঘল অঞ্চল	**116**
8.	**মধ্যযুগীয় সময়ে ধর্মীয় আন্দোলন** • মধ্যযুগীয় ভারতে দর্শন • ভক্তি আন্দোলন • সুফিবাদ • শিখ ধর্ম	**143**

1 অধ্যায়

প্রারম্ভিক মধ্যযুগীয় ভারত (৭৫০-১২০০ খ্রিস্টাব্দ)

মধ্যযুগ

- **মধ্য** ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন যুগ এবং আধুনিক যুগ
- সময়কাল ৪ম শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় ১৬ম শতাব্দী পর্যন্ত
- **২টি পর্যায়:**
  - **প্রারম্ভিক মধ্যযুগীয় সময়কাল:** ৮ম - ১৩ শতক
  - **মধ্যযুগের শেষের দিকে:** ১৩-১৬ শতক
- ব্রিটিশ ভারতে মুসলিম আধিপত্যের সূচনা হিসাবে বিবেচিত

প্রারম্ভিক মধ্যযুগীয় ভারত (৭৫০-১২০০ খ্রিস্টাব্দ)

- **হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর** ভারত উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করেছে:
  - **হারিয়ে যায়- পাটলিপুত্র**র বিশিষ্টতা
  - **কনৌজ** হয়ে ওঠে ভারতের সার্বভৌমত্বের প্রতীক
    - **৩টি রাজবংশ এই অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণের জন্য লড়াই করেছিল** (পাল, গুর্জরা-প্রথীহার এবং রাষ্ট্রকূট) কে / একটি ত্রিদেশীয় যুদ্ধ / ত্রিপক্ষীয় যুদ্ধ।
  - একটি নতুন শাসক গোষ্ঠী রাজপুত আবির্ভূত হয়
- **ভারত খণ্ডিত** বিভিন্ন আঞ্চলিক রাজ্যের মধ্যে।
- **শাসকরা তাদের শক্তি প্রদর্শন করেছে** অফিসার, ব্রাহ্মণ এবং মন্দিরকে জমি প্রদান করে।
- **ফলাফল**: ভারতীয় সামন্তবাদ।
- **দক্ষিণ ভারত** -সেগমেন্টারি রাষ্ট্রীয়তার সময়কাল- রাজা একটি আচার প্রধান হিসাবে বেশি কাজ করেছিল, এবং তাদের একটি দৃঢ় রাজস্ব অবকাঠামো বা স্থায়ী সেনাবাহিনী ছিল না।
- শিল্প, সাহিত্য এবং ভাষার ক্ষেত্রে নতুন এবং সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক উপাদান যোগ করা হয়েছে।

ভারতীয় ইতিহাসের অন্ধকার পর্ব	ভারতীয় ইতিহাসের প্রাণবন্ত পর্যায়
• সামন্তবাদী স্থাপনাগুলির সাথে চিহ্নিত • জাতপাতের উত্থান, • আঞ্চলিকতার বিস্তার, আঞ্চলিক রাষ্ট্রের উত্থান এবং তাদের আধিপত্যের লড়াই • বন্ধ অর্থনীতির উত্থান	• ভারত সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, শিল্প, সাহিত্য ও ভাষার বৃদ্ধির সাক্ষী

গুর্জরা-প্রতিহারা (খ্রিস্টীয় ৮ম শতাব্দী - ১১ম শতাব্দী)

- পশ্চিম ও উত্তর ভারতে তাদের আধিপত্য ছিল।
- প্রধানত যাজক এবং যোদ্ধা।
- **রাজধানী - ভিনমাল।**
- **প্রতিষ্ঠাতা:** হরিচন্দ্র নামে এক ব্রাহ্মণ।
- **শিল্প, ভাস্কর্য এবং মন্দির নির্মাণের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য পরিচিত**
- শিক্ষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক।
- **রাজশেখর** (সংস্কৃত কবি ও নাট্যকার) - ভোজের নাতি মহীপালের দরবার।
- অনেক সূক্ষ্ম দালান ও মন্দির দিয়ে কনৌজকে অলঙ্কৃত করেছেন।
- সিন্ধুর আরব শাসকদের প্রতি শত্রুতার জন্য সুপরিচিত।
- ৯১৫-৯১৮ **খ্রিস্টাব্দ**- রাষ্ট্রকূট রাজা, ইন্দ্র ৩, আবার কনৌজ আক্রমণ করেন, এবং শহরটি ধ্বংস করেন- প্রতিহার সাম্রাজ্যকে দুর্বল করে, এবং গুজরাট রাষ্ট্রকূটদের হাতে চলে যায়।
- **আল-মাসুদি** -প্রতিহারদের সমুদ্রে প্রবেশাধিকার ছিল না।
- **রাষ্ট্রকূট**শাসক, কৃষ্ণ ৩, প্রায় ৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে উত্তর ভারত আক্রমণ করেন এবং প্রতিহার শাসককে পরাজিত করেন।
- প্রতিহার সাম্রাজ্যের দ্রুত বিলুপ্তি ঘটে।

রাজনৈতিক ইতিহাস

- মধ্য ও পূর্ব রাজস্থানে একটি ধারাবাহিক রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।
- **সঙ্গে সংঘর্ষ হয়**-মালওয়া এবং গুজরাটের নিয়ন্ত্রণের জন্য রাষ্ট্রকূটরা এবং পরে কনৌজের জন্য যা উচ্চ গঙ্গা উপত্যকার নিয়ন্ত্রণকে বোঝায়।
- রাজারা লক্ষ্মণকে তাদের নায়ক হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন, যিনি তার ভাই রামের দারোয়ান হিসাবে কাজ করেছিলেন।
- প্রতিহাররা তাদের উপাধি ধারণ করেছিলেন যার আক্ষরিক অর্থ 'দ্বার রক্ষক'।
- **আরব সেনাবাহিনীকে যারা** সিন্ধু নদীর পূর্ব দিকে অগ্রসর হচ্ছে তাদের রুখতে সক্ষম হয়ছিল ।
- **খ্যাতিতে এসেছেন**-নাগভট্ট ১ (৭৩০-৭৬০ **খ্রিস্টাব্দ**) এর রাজত্বকালে যিনি সফলভাবে আরব আক্রমণকারীদের পরাজিত করেছিলেন
- **ভোজা বা মিহিরা ভোজা**(৮৩৬-৮৮৫ **খ্রিস্টাব্দ**) এই রাজবংশের সবচেয়ে সুপরিচিত রাজা ছিলেন।
- পাল এবং রাষ্ট্রকূট রাজবংশের মত সমসাময়িক শক্তির সাথে তাদের ক্রমাগত যুদ্ধের জন্য পরিচিত।

গুরুত্বপূর্ণ রাজারা

নাগভট্ট প্রথম (৭৩০-৭৬০ খ্রিস্টাব্দ)

- ভারতে খিলাফত অভিযানের সময় আরবদের আক্রমণ চেক করা এবং জুনাইদ ও তামিনের অধীনে তাদের পরাজিত করার জন্য পরিচিত।
- মালওয়া, রাজপুতানা এবং গুজরাট অঞ্চলের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করে।
- **দ্বারা পরাজিত**-রাষ্ট্রকূট রাজা ধ্রুব।

বৎসরাজা (৭৮০-৮০০ খ্রিস্টাব্দ)

- কনৌজ অভিযানের পর রণহস্তিন উপাধি গ্রহণ করেন
- **সঙ্গে টাকশাল মুদ্রা**-কিংবদন্তি শ্রী রানা হস্তি।
- **নিয়ন্ত্রিত পূর্ব রাজস্থান** এবং মালওয়া।
- **ভান্ডি বা ভাট্টি বংশকে পরাজিত করে**
- **ধ্রুব রাষ্ট্রকূট** তাকে একটি গুরুতর আঘাত মোকাবেলা

ভোজা প্রথম / মিহির ভোজা (৮৩৬-৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ)

- **দীর্ঘ রাজত্ব**- ৪৬ বছরের বেশি - সবচেয়ে সফল এবং জনপ্রিয় শাসক।
- **সামন্ত**-চেদি এবং গুহিলা।
- **পরাজিত**-পাল এবং রাষ্ট্রকূটরা।
- **মূলধন**- কনৌজ, যাকে মহোদয়ও বলা হত।
- **বরাহ তাম্রফলকের শিলালিপি**-মহোদয়ের স্কন্ধভরা সামরিক ক্যাম্পের উল্লেখ।
- আরব পরিব্রাজক আল-মাসুদি কর্তৃক রাজা বাউরাকে ডাকা হয়।
- **সম্প্রসারণ চেক করা হয়েছে** কাশ্মীরের শঙ্করবর্মেন এবং রাষ্ট্রকূট কৃষ্ণ দ্বিতীয় এবং দেবপাল দ্বারা
- **বিষ্ণুর ভক্ত** এবং 'আদিভারহ' উপাধি গ্রহণ করেন।

মহেন্দ্রপাল (৮৮৫-৯১০ খ্রিস্টাব্দ)

- **ভোজের উত্তরসূরি**
- **সাম্রাজ্য চরমে পৌঁছেছে** সমৃদ্ধি এবং ক্ষমতার।
- **সাম্রাজ্য:**পশ্চিমে সিন্ধুর সীমানা, পূর্বে বাংলা, উত্তরে হিমালয় এবং দক্ষিণে নর্মদা।
- **যুদ্ধ**- কাশ্মীরের রাজা কিন্তু ভোজা কর্তৃক জয়ী পাঞ্জাবের কিছু ভূখণ্ড তার কাছে বিলিয়ে দিতে হয়েছিল।
- উপাধি গ্রহণ করেন আর্যাবর্তের মহারাজাধিরাজ (উত্তর ভারতের রাজাদের মহান রাজা)।
- **আদালত** রাজশেখা দ্বারা শোভিত - বিশিষ্ট সংস্কৃত কবি, নাট্যকার এবং সমালোচক যিনি লিখেছেন:
    - কর্পুরমঞ্জরী
    - কাব্য মীমাংসা

- বিধানশালভঞ্জিকা
- ভৃঞ্জিকা
- বলরামায়ণ
- প্রপঞ্চ পাণ্ডব
- বলভারত

প্রশাসন

- **রাজা** রাজ্যের সর্বোচ্চ পদ দখল করেছে
- রাজারা 'পরমেশ্বর', 'মহারাজাধিরাজা', 'পরমভাতেরক'-এর মতো বড় উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।
- **সামন্ত** তাদের রাজাদের সামরিক সাহায্য দিতেন
- **মন্ত্রিপরিষদের উল্লেখ নেই** বা সেই সময়ের শিলালিপিতে মন্ত্রীরা
- ৮ **প্রকার** প্রতিহার প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মকর্তা
  - **কোট্টপালা**; দুর্গের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা
  - **তন্ত্রপাল;**সামন্ত রাজ্যে রাজার প্রতিনিধি
  - **দন্ডপশিকা**: পুলিশের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা
  - **দণ্ডনায়ক:**সামরিক ও বিচার বিভাগ দেখাশোনা করুন
  - **দুতাকা:**নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে রাজার আদেশ ও অনুদান বহন করা
  - **ভাঙ্গিকা**: যে অফিসার দাতব্য ও অনুদানের আদেশ লিখেছিলেন
  - **ব্যানহরিনা**: আইন বিশেষজ্ঞ
  - **বলধিক্রত**: সেনাপ্রধান।
- **রাষ্ট্র** অনেক ভুক্তিতে বিভক্ত ছিল
- প্রতিটি ভুক্তিতে অনেক মন্ডল
- প্রতিটি মন্ডল→**বেশ কয়েকটি শহর**এবং পাশাপাশি অনেক গ্রাম
- **গ্রামগুলো** স্থানীয়ভাবে পরিচালিত হয়
- **মাহাত্তার** -গ্রামের প্রশাসন দেখাশোনা করত

সামাজিক অবস্থা

- **বর্ণপ্রথা প্রচলিত**
- **ব্রাহ্মণ**-বিপ্র হিসাবে উল্লেখ করা হয় এবং ক্ষত্রিয়দের জন্য বেশ কিছু প্রাকৃত শব্দ ব্যবহৃত হয়।
- আরব লেখক ইবদা খুরদাদব প্রতিহারদের সময়ে সাতটি বর্ণের কথা বলেছেন।
- স্মৃতি ঘান্দ্রায়ণ ব্রত, 'বিলাদুরি' এবং আলবেরুনীর লেখা - হিন্দু সমাজ হিন্দুদের শুদ্ধিকরণের অনুমতি দিয়েছিল
- **আন্তঃবর্ণ বিবাহ** অনুমোদিত
- **রাজাদের** এবং ধনী শ্রেণী বহুবিবাহ চর্চা করত
- **সতী প্রথা**-সেখানে ছিল যদিও এটি খুব বেশি প্রচলিত ছিল না।
- **পরদার ব্যবস্থা নেই** রাজপরিবারের মহিলাদের মধ্যে

অর্থনীতি

- মূলত কৃষিভিত্তিক
- **রাজস্বের প্রধান উৎস**- বাল্ক কৃষি উৎপাদন থেকে প্রাপ্ত কর
- **বাণিজ্য** অত্যন্ত স্থানীয় এবং গ্রাম পর্যায়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল
- **বিনিময় পদ্ধতি** প্রচলিত ছিল

ধর্ম

- **ব্রাহ্মণ্যবাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উন্নতি ঘটে** এই সময়ের মধ্যে
- **বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত ও সূর্য** এই সময়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল।
- রাজারা সহনশীল
- মূর্তি পূজার পাশাপাশি ধর্মীয় স্থানে যজ্ঞ ও দান করাও ছিল বিশিষ্ট।
- **জৈন ধর্ম**এবং বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয় ঘটছিল
- **ইসলামের অনুসারীরা** ভারতে এসে ধর্মান্তরিত করছিলেন।

শিল্প ও স্থাপত্য

- **শিল্প, স্থাপত্য এবং সাহিত্যের মহান পৃষ্ঠপোষক**
- **গোয়ালিয়র দুর্গে তেলি-কা-মন্দির**-সবচেয়ে প্রাচীন টিকে থাকা বৃহৎ আকারের প্রতিহার কাজ।
- গোয়ালিয়র প্রদর্শশালাতে প্রদর্শিত সুরসুন্দরী নামের মহিলা মূর্তিটি সবচেয়ে কমনীয় ভাস্কর্যগুলির মধ্যে একটি
- **নটরাজ/নটেশা মূর্তি,**"জটামকুট এবং ত্রিনেত্রের সাথে চতুরা ভঙ্গিতে" এবং প্রায় চার ফুট লম্বা, প্রথিহার শৈলীতে ভগবান শিবের একটি বিরল চিত্র।
- মন্দির স্থাপত্যের নাগারা শৈলীর মন্দির।
- **শুরু করেছে-** মারু-গুজরা স্থাপত্যশৈলী।
    - **যেমন**-বটেশ্বর হিন্দু মন্দির কমপ্লেক্স, বারোলি মন্দির কমপ্লেক্স।
- **সর্বশ্রেষ্ঠ** উন্নয়ন - খাজুরাহো, মধ্যপ্রদেশ

আল-মাসুদির সফর

- বাগদাদের অধিবাসী, ৯১৫-৯১৬ সালে গুজরাট সফর করেন।
- **ডাকল**-গুর্জরা-প্রতিহার রাজ্য আল-জুজর (গুর্জারার একটি কলুষিত রূপ), এবং রাজা বাউরা, সম্ভবত ভোজা দ্বারা ব্যবহৃত উপাধি আদিভারাহের একটি ভুল উচ্চারণ।
- তাঁর মতে, গুর্জরা-প্রতিহারের সেনাবাহিনী দক্ষিণে রাষ্ট্রকূটদের বিরুদ্ধে এবং পূর্বে পালদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল।

প্রত্যাখ্যান

- **ভোজের পর প্রতিহারদের সামরিক শক্তি হ্রাস পায়**এবং গুর্জর-প্রতিহারের পরের রাজারা পরাজিত হন।
- রাষ্ট্রকূট রাজা ইন্দ্র তৃতীয় (৯১৫-৯২৮ **খ্রিস্টাব্দ**) ১০ শতকের প্রথম দিকে মহীপালকে পরাজিত করেন এবং ৯১৬ সালে কনৌজ দখল করেন- পরে এটি পুনরুদ্ধার করেন।
- **কৃষ্ণ তৃতীয়**(৯৩৯-৯৬৭ **খ্রিস্টাব্দ**), রাষ্ট্রকূট রাজা ৯৬৩ সালে সাম্রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন।
- **রাজস্থানের নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে**তাদের সামন্তদের কাছে, এবং চান্দেলরা ৯৫০ সালের দিকে মধ্য ভারতের গোয়ালিয়রের কৌশলগত দুর্গ দখল করে।
- ১০ শতকের শেষের দিকে, গুর্জরা-প্রতিহার রাজ্যগুলি কনৌজকে কেন্দ্র করে একটি ছোট রাজ্যে পরিণত হয়েছিল।
- **গজনীর মাহমুদ কনৌজ দখল করেন** ১০১৮ সালে, এবং প্রতিহার শাসক রাজ্যপাল পালিয়ে যান। পরবর্তীকালে তিনি চান্দেলা শাসক বিদ্যাধর কর্তৃক বন্দী হন এবং নিহত হন।
- চান্দেলা শাসক তখন রাজ্যপালের পুত্র ত্রিলোচনপালকে প্রক্সি হিসেবে সিংহাসনে বসান।
- **কনৌজের শেষ গুর্জরা-প্রতিহার শাসক**- যশপাল- ১০৩৬ সালে মারা যান।

বাংলার পাল (৮ম-দ্বাদশ শতাব্দী)

- বিহার ও বাংলায় শাসন করেছেন
- **প্রতিষ্ঠাতা**: গোপাল- একজন স্থানীয় সর্দার যিনি অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন।
- বৌদ্ধ ধর্মের সমর্থক- মহাযান ও তান্ত্রিক বিদ্যালয়।
- **শিল্পের স্বতন্ত্র স্কুল**
- **নির্মিত**- সোমপুর মহাবিহার সহ মন্দির ও মঠগুলি এবং নালন্দা ও বিক্রমশীলার মহান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল।
- **আব্বাসীয় মুদ্রা**- পাল প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানগুলিতে পাওয়া যায়- বাণিজ্য যোগাযোগ চিত্রিত করে।

রাজনৈতিক ইতিহাস

- আরব বণিক সুলাইমানের "রুহিমি বা রুহমা ধর্ম" ওরফে।
- **পাল রেকর্ড**- ধর্মপাল এবং দেবপালকে মহান বিজয়ী হিসাবে চিত্রিত করে প্রশংসামূলক শ্লোকে পূর্ণ।
- **প্রভাবশালী শক্তি** উত্তর ভারতীয় উপমহাদেশে।
- **বিচক্ষণ কূটনীতিকরা** এবং সামরিক বিজয়ীরা।
- তাদের হাতি অশ্বারোহী বাহিনীর জন্য পরিচিত।
- **সম্পর্ক**-শ্রীবিজয়া সাম্রাজ্য, তিব্বত সাম্রাজ্য এবং আরব আব্বাসীয় খিলাফতের সাথে।
- **নৌবাহিনী** বঙ্গোপসাগরে বাণিজ্য ও প্রতিরক্ষামূলক উভয় ভূমিকা পালন করেছে।

গুরুত্বপূর্ণ রাজারা

গোপাল (আনুমানিক ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ)

- **খালিমপুর তামার প্লেট**-গোপাল, জনগণকে মৎস্য-ন্যায় (নৈরাজ্যের সময়কাল) থেকে উদ্ধার করার জন্য পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন যখন তিনি রাজ্যের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারা রাজা নির্বাচিত হন।
- একজন প্রখর বৌদ্ধ।
- **তারানাথ- গোপাল** ওদন্তপুরীতে বিখ্যাত মঠ নির্মাণ করেন।

ধর্মপাল (৭৭০–৮১০ খ্রিস্টাব্দ)

- **সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা:**উত্তর ভারতের মধ্যদেশের জন্য ত্রিপক্ষীয় সংগ্রাম- পালাস বনাম দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট বনাম মালভা ও রাজস্থানের গুর্জরা-প্রতিহার।
- বিহারের ভাগলপুরের কাছে বিক্রমশীলা মঠ প্রতিষ্ঠা করেন
  - বৌদ্ধ পণ্ডিত দীপঙ্কর (আতিসা নামে পরিচিত), যিনি তিব্বতে অত্যন্ত সম্মানিত ছিলেন।
- সোমপুরী মঠ (পাহাড়পুর, বিহারের কাছে) প্রতিষ্ঠা করেন।
- **সান্তরক্ষিতা**-অষ্টম শতাব্দীর বৌদ্ধ পণ্ডিত (নালন্দার মঠ), তাঁর শাসনামলের অন্তর্গত।
- **প্রতিষ্ঠিত** দার্শনিক স্কুল যা যোগচার-স্বতন্ত্রিকা-মধ্যমিকা নামে পরিচিত, যা নাগার্জুনের মধ্যমাক ঐতিহ্য, অসঙ্গের যোগচার ঐতিহ্য এবং ধর্মকীর্তীর যৌক্তিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক চিন্তাধারাকে একত্রিত করেছে।

দেবপাল (৮১০-৮৫০ খ্রিস্টাব্দ)

- আচ্ছাদিত প্রজ্ঞায়িতিশপুর/কামরূপ (আসাম), উড়িষ্যার কিছু অংশ (উৎকলা) এবং আধুনিক নেপাল।
- **বাদল স্তম্ভের শিলালিপি**- উত্তর ভারতের পরম প্রভু।
- **জয় করেছে**-উৎকল, হুন ও গুর্জরা।
- **জয় করেছে**-দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় এবং পান্ড্য রাজা শ্রীমারা শ্রীবল্লভ।
- **দরবারের কবি:**বজ্রদত্ত, বৌদ্ধ পণ্ডিত যিনি লোকেশ্বরসতক লিখেছেন।
- **সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতির মহান পৃষ্ঠপোষক।**
  - তাঁর শাসনামলে বাংলার উন্নতি হয়।
  - অন্যান্য ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি অত্যন্ত উদার ও সহনশীল
  - তার সাম্রাজ্যের মধ্যে অন্যান্য ধর্মের বৃদ্ধিকে উন্নীত করেন।

সমাজ ও ধর্ম

- **ইসলাম প্রথম আবির্ভূত হয়** পাল শাসনামলে বাংলায়।
- মহাযান বৌদ্ধধর্মের মহান পৃষ্ঠপোষক।
- **হিন্দু ধর্মের প্রতি সহনশীল** এবং ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়
- বৌদ্ধ দার্শনিক হরিভদ্র ছিলেন ধর্মপালের আধ্যাত্মিক গুরু।
- **বর্ণপ্রথা প্রাধান্য পেয়েছে** এবং আন্তঃজাতি বিবাহ জায়েজ নয়।
- **সমাজ**- প্রধানত ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ও শূদ্রে বিভক্ত।

সাহিত্য

- **শ্রীকর**- সেই সময়ের স্মৃতিশাস্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক।
- সেন রাজা বল্লাল সেন - দানসাগর ও অদ্ভূত সাগর দুটি গ্রন্থ রচনা করেন।
- **বাংলা ভাষার প্রথম সাহিত্যকর্ম**- চর্যাপদ- তান্ত্রিক ঐতিহ্য থেকে অতীন্দ্রিয় বৌদ্ধ কবিতার সংগ্রহ।
- **প্রোটো-বাংলা ভাষা**-মৈথিলী থেকে পাল শাসনের অধীনে গড়ে ওঠে।
- চর্যাপদ কে/ক মহাসিদ্ধের লেখক।

অর্থনীতি

- **কৃষি**- মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তি
- **ক্ষুদ্র শিল্প** এবং কুটির শিল্প গড়ে ওঠে।
- **ভূমি রাজস্ব**এবং বাণিজ্য ছিল রাষ্ট্রের আয়ের প্রধান উৎস।
- **বেঙ্গা**আমি চীনে গন্ডারের শিং রপ্তানি করত।

শিল্প এবং স্থাপত্য

- **ওদন্তপুরী বিহার - গোপাল দ্বারা**-সময়ের স্থাপত্য দক্ষতার চমৎকার নমুনা
- **পাহাড়পুরে সোমপুর মহাবিহার - ধর্মপাল**ভারতীয় উপমহাদেশের বৃহত্তম বৌদ্ধ বিহারগুলির মধ্যে একটি।
- **বিভিন্ন মহাবিহার**, স্তূপ, চৈত্য, মন্দির ও দুর্গ নির্মিত হয়েছিল।
- **ভঙ্গিতে দেবতার মূর্তিগুলো আরও শক্ত হয়ে উঠল**, প্রায়ই ভারী গহনা সঙ্গে লোড; তাদের একাধিক বাহু আছে, একটি কনভেনশন যা তাদের অনেক বৈশিষ্ট্য ধারণ করতে এবং মুদ্রা প্রদর্শন করতে দেয়।
- **বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়**
  - প্রতিষ্ঠা করেন পাল রাজা ধর্মপাল
  - **ধ্বংস হয়েছে**-বখতিয়ার খিলজি দ্বারা
  - **বৌদ্ধ পাঠ্যপুস্তক**-বৌদ্ধধর্মের উভয় শাখার অন্তর্গত- মহাযানবাদ এবং হিনিয়ানিজম শেখানো হয়েছিল।

প্রাসাদের পতন

- ১১ **শতকের দ্বারা দুর্বল**, অনেক এলাকা বিদ্রোহে নিমগ্ন।
- **দ্বারা ধ্বংস করা হয়**সেন
  - **বিজয়সেনা** -১২ শতকে পাল সাম্রাজ্যের পতন ঘটায়, উপমহাদেশের শেষ প্রধান বৌদ্ধ সাম্রাজ্যের রাজত্বের অবসান ঘটে।

রাষ্ট্রকূট (৮ম - ১০ম শতাব্দী)

- **প্রতিষ্ঠাতা:**দন্তিদুর্গা

- **মূলধন:** আধুনিক শোলাপুরের কাছে মান্যক্ষেত বা মালখেদ।
- **অঞ্চল:**দক্ষিণ ভারত।
  - আধিপত্য উত্তর মহারাষ্ট্রে।
  - গুজরাট এবং মালওয়ার কর্তৃত্বের জন্য প্রতিহারদের সাথে জড়িত
- **সূত্র:** আল-মাসুদি এবং ইবনে খোরদাদবিহ (১০ শতক খ্রি.) এর লেখা।

রাজনৈতিক ইতিহাস

- সময়সীমার মধ্যে -৭৫৩ এবং ৯৭৫ **খ্রিস্টাব্দ**
- **অর্থ: একটি রাষ্ট্রের প্রধান** (প্রসঙ্গের উপর নির্ভর করে একটি বিভাগ বা রাজ্য)।
- **লাতুর এলাকা থেকে এলিচপুরে চলে আসেন**(তাপির উৎসের কাছে, আধুনিক এমপিতে) ৬২৫ **খ্রিস্টাব্দ**
- **রাজাদের উপাধি: লাটালুরা-পুরেশ্বর** (মহারাষ্ট্রের লাটালুরা / লাতুর মহান শহরের প্রভু)।
- **সামরিক সাফল্য**-উত্তর ও দক্ষিণে এবং ত্রিপক্ষীয় লড়াইয়ে তারা বেশিরভাগই পাল ও প্রতিহারদের পরাজিত করেছিল।
- **প্রসারিত করতে অক্ষম**-গাঙ্গেয় উপত্যকায়, কিন্তু লুণ্ঠিত, এবং খ্যাতি এনেছে।
- ভেঙ্গির পূর্ব চালুক্য (অন্ধ্রপ্রদেশ), কাঞ্চির পল্লব এবং মাদুরাইয়ের পান্ড্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন।
- আরব বিবরণগুলি রাষ্ট্রকূট রাজাদের উদার মনোভাবের সাক্ষ্য দেয় কারণ আরব ব্যবসায়ীদের মসজিদ নির্মাণ এবং তাদের ধর্ম পালনের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল কোনো বাধা ছাড়াই।
- **উত্তরাধিকার সম্পর্কে কোন কঠোর নিয়ম নেই।**
  - **বড় ছেলে প্রায়ই উত্তরাধিকার হয়** .
  - **উদাহরণ যখন বড় ছেলেকে তার ছোট ভাইদের সাথে লড়াই করতে হয়েছিল** এবং কখনও কখনও তাদের হারিয়ে

গুরুত্বপূর্ণ রাজারা

দন্তিদুর্গা (৭৩৩-৭৫৬ খ্রিস্টাব্দ)

- **সামন্ত** চালুক্যরাজা, দ্বিতীয় কীর্তিবর্মণ, যিনি পরবর্তীতে চালুক্য সাম্রাজ্যের উত্তরাঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে রাষ্ট্রকূট রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং ৭৩৩ **খ্রিস্টাব্দ** -এ সিংহাসনে আরোহণ করেন।
- তার নাম (অর্থাৎ যার হাতি তার দুর্গ) তার সামরিক কৃতিত্ব এবং কৃতিত্বকে নির্দেশ করে।
- **সাহায্য করেছে**পল্লব রাজা নন্দীবর্মণ, চালুক্যদের কাছ থেকে কাঞ্চী ফিরে পেতে।

- **মালওয়ার গুর্জারদের পরাজিত করেন**, এবং কলিঙ্গ, কোশল এবং শ্রীশৈলমের শাসকগণ।

কৃষ্ণ প্রথম (৭৫৬-৭৭৪ খ্রিস্টাব্দ)

- **সাম্রাজ্য প্রসারিত করেন**এবং বর্তমান কর্ণাটক ও কোঙ্কনের বড় অংশকে তার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে।
- ইলোরাতে (আওরঙ্গাবাদ, মহারাষ্ট্রের কাছে) ভগবান শিবের চমত্কার পাথরে কাটা মনোলিথিক কৈলাশনাথ মন্দিরটি তাঁর রাজত্বকালে নির্মিত হয়েছিল।

গোবিন্দ তৃতীয় (৭৯৩-৮১৪ খ্রিস্টাব্দ)

- ত্রিপক্ষীয় সংগ্রামে বিজয়ী হন।
- **পাল রাজা ধর্মপালকে পরাজিত করেন** এবং প্রতিহার রাজা দ্বিতীয় নাগভট।
- **সাম্রাজ্য**- কেপ কমোরিন থেকে কনৌজ এবং বেনারস থেকে ভারুচ পর্যন্ত এলাকা জুড়ে বিস্তৃত।
- **সামরিক শোষণ** মহাভারতের আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট এবং অর্জুনের তুলনা।
- **দক্ষিণে ভ্রমণ করেছেন** এবং শুধুমাত্র কাঞ্চীর পল্লবদেরই বিনীত করেননি বরং ভেঙ্গীতে তাঁর পছন্দের একজন শাসকও স্থাপন করেছিলেন।
- **দুটি মূর্তি পেয়েছেন** সিলনের রাজার বশ্যতা হিসেবে (একটি রাজার মূর্তি এবং অন্যটি তার মন্ত্রীর)।

আমোঘবর্ষ। (৮১৪-৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ)

- **নির্মিত**একটি নতুন রাজধানী শহর, মান্যখেত (আধুনিক মালখেদ)।
- **একজন শান্তিপ্রিয় শাসক**.
- যুদ্ধের সময় তার সামন্তদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক পছন্দ করেছিল এবং তাদের আনুগত্য রক্ষার জন্য বিবাহ এবং অন্যান্য বন্ধুত্বপূর্ণ অঙ্গভঙ্গি ব্যবহার করেছিল।
- **বিজ্ঞানী ও শিল্পীরা উন্নতি লাভ করেন**তার শাসনের অধীনে এবং তার রাজ্য চারপাশে সুন্দর এবং জটিল শিল্পকর্ম এবং স্থাপত্য দ্বারা সজ্জিত ছিল।
- বৌদ্ধ, জৈন এবং হিন্দু ও জৈন ধর্মের সমান পৃষ্ঠপোষকতা।
- **সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক**এবং নিজে কন্নড় ও সংস্কৃতে দক্ষ পণ্ডিত।
    - কবিরাজমার্গ লিখেছেন - কাব্যতত্ত্বের প্রথম কন্নড় রচনা
    - **সংস্কৃতে প্রশনোত্তরা রত্নমালিকা,**পরে তিব্বতি ভাষায় অনূদিত হয়।
- **সম্রাট অশোকের তুলনায়**; ওরফে "দক্ষিণের অশোক",
- গুপ্ত রাজা বিক্রমাদিত্যের সাথেও তুলনা করা হয় অক্ষর পুরুষদের পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়ার ক্ষেত্রে।

প্রশাসন, এবং সামরিক

- রাজার প্রত্যক্ষ শাসনে

- **সাম্রাজ্য:**
  - **রাজ্য (রাষ্ট্র) · ·প্রদেশ (বিষ্য) ·জেলা (ভুক্তি)।**

  (প্রধান- রাষ্ট্রপতি) (বিষ্যপতি) (ভোগপতি)
- **আমোঘবর্ষ** রাজ্যের ১৬টি রাষ্ট্র ছিল।
- **সবচেয়ে ন্যূনতম বিভাগ**- গ্রাম বা গ্রাম একটি গ্রামাপতি/প্রভু গাভুন্ডের অধীনে।
- **অনুক্রম**- মুখ্যমন্ত্রী · তার অধীনে মন্ত্রীসভা এবং বিভিন্ন সেনা সদস্য।
- সব মন্ত্রীকে সামরিক প্রশিক্ষণ নিতে হয়েছে।
- শক্তিশালী সেনাবাহিনী ছিল।
- ৩ **ইউনিট**-পদাতিক, অশ্বারোহী এবং হাতি- অধ্যবসায় প্রশিক্ষিত।
- **সামন্ত রাজ্য** শ্রদ্ধা জানাবে।
- **যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে**, প্রশাসন ব্যয় মেটাতে ঠিক কিছু বিশেষ করও দেবে, কিন্তু তার প্রজাদের সুখ ও মঙ্গলের জন্য নয়।

অর্থনৈতিক জীবন

- **দক্ষিণ ভারতীয়** এবং দাক্ষিণাত্য অঞ্চল গঙ্গা উপত্যকার মতো উর্বর ছিল না, কিন্তু মালাবার উপকূল এবং অন্যান্য অঞ্চলে এখনও খাদ্য সরবরাহের যত্ন নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত কৃষি পণ্য পাওয়া যেত।
- কনৌজ এবং অন্যান্য মধ্য ও উত্তর ভারতীয় সমভূমিতে সাম্রাজ্যের অনুপ্রবেশ এবং বিস্তারের কারণে সময়ে সময়ে খাদ্য সরবরাহ বৃদ্ধি পায়।
- **সীমাহীন রপ্তানি** আরব, পারস্য এবং অন্যান্য দেশে ভারতীয় সিল্ক এবং তুলা।
- **গহনা এবং হাতির দাঁত** সাম্রাজ্যের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পণ্য ছিল যখন আমদানিতে আরবীয় ঘোড়া অন্তর্ভুক্ত ছিল।
- স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা জারি।

সামাজিক জীবন

- সামাজিক দলের সংখ্যা।
- ব্রাহ্মণরা উচ্চ মর্যাদা ভোগ করত।
- **ক্ষত্রিয়রা সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত** ব্রাহ্মণদের মত।
- **বৈশ্যদের অবস্থা অধঃপতন** অধিক প্রস্তর.
- **শূদ্রদের অবস্থানের উন্নতি।**
- **অস্পৃশ্যরা বাদ** মূলধারার জীবন থেকে।
- **যৌথ পরিবার ব্যবস্থা** প্রচলিত
- **বিধবা ও কন্যা – উত্তরাধিকারী** সম্পত্তিতে।
- **সতীদাহ প্রথা জনপ্রিয় নয়** দাক্ষিণাত্যে।
- **বাল্য বিবাহ - সাধারণ।**

ধর্ম ও ভাষা

- কন্নড় ভাষাকে নিত্যদিনের যোগাযোগের হাতিয়ার করে তুলেছে।
- সংস্কৃতকেও পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন যা আসলে অভিজাতদের ভাষা ছিল।
- **আমোঘবর্ষ আই**ক বিরাজমার্গ লিখেছেন - কন্নড় কবিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।
  - বলেছেন জৈন ধর্মকে সমর্থন করেছেন।
  - জৈন গণিতবিদ মহাবিরাচার্য সহ তাঁর দরবারে প্রচুর জৈন পণ্ডিতের বিকাশ ঘটেছিল।
- **ব্রাহ্মণ** যজ্ঞ ও যজ্ঞে নিযুক্ত ছিলেন
- **ধর্মীয় সহনশীলতা** সব ধর্মের প্রতি।
- **জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা।**
- সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে উদার অনুদান ও এনডোমেন্ট প্রদান করেন।
- **বৌদ্ধ বসতি ক**কানহেরি, শোলাপুর এবং ধারওয়ারের মতো জায়গা।

কন্নড় সাহিত্য

- জৈন লেখক আদিকবি পাম্পা + শ্রী পোন্না + রান্না = "কন্নড় সাহিত্যের তিনটি রত্ন"
- **পাম্পা**
  - ওরফে আদিকবি,
  - **দরবারের কবি**চালুক্য রাজা আরিকেসারি দ্বিতীয়ের
  - চম্পু শৈলীতে লিখেছেন - বিক্রমার্জুন বিজয়া এবং আদি পুরাণ।
  - **বিক্রমার্জুন বিজয়া** জৈন সংস্করণে মহাভারত ছিল নায়ক হিসেবে অর্জুনের সাথে।
- **রান্না**
  - **দরবারের কবি** পশ্চিম চালুক্য রাজা সত্যাশ্রয় এবং দ্বিতীয় তৈলাপা।
  - লিখেছেন অজিতপুরান এবং সহসা ভীম বিজয়া।
  - **দ্বারা পৃষ্ঠপোষকতা** পশ্চিম গঙ্গা মন্ত্রী চাভুন্দরায়।
  - **লিখেছেন পরশুরাম চরিত**, যেখানে তিনি তার পৃষ্ঠপোষককে পরশুরামের সাথে তুলনা করেছেন।
- **পোন্না**
  - কন্নড় ভাষার কবি।
  - **দরবারের কবি** রাষ্ট্রকূট রাজবংশের রাজা তৃতীয় কৃষ্ণ।
  - শান্তিপুরাণ লিখেছেন, ১৬ তম জৈন তীর্থঙ্কর শান্তিনাথের জীবনী।
  - কন্নড় এবং সংস্কৃত উভয়ের জন্য তাঁর আদেশের জন্য উভয়া কবিচক্রবর্তী উপাধি অর্জন করেন।
    - **অমোঘবর্ষ - কবিরাজমার্গ,**কন্নড় ভাষায় কবিতার উপর প্রথম বই।
    - **মহাবীরাচার্য**, একজন গণিতবিদ- সংস্কৃতে গণিতসারসংগ্রহ।

শিল্প ও স্থাপত্য

- **প্রতিষ্ঠিত**-একটি নান্দনিক স্থাপত্য ফর্ম যা এখন কর্ণাট দ্রাবিড় শৈলী নামে পরিচিত।
- **ইলোরা, অজন্তা এবং এলিফ্যান্টা - কেন্দ্র**তাদের শিল্পের।
- **ইলোরার কৈলাস মন্দির** (একটি শিলা-কাটা কাঠামো) হল রাষ্ট্রকূট স্থাপত্য কৃতিত্বের প্রতীক।
- ইলোরা এবং এলিফ্যান্টা (বর্তমান মহারাষ্ট্র রাজ্যে) এর অনেক গুহাও রাষ্ট্রকূটদের অধীনে তৈরি ও সংস্কার করা হয়েছে।
- **ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটে**- চালুক্যদের পরাজয়ের পর পট্টডাকলের মন্দিরগুলিও রাষ্ট্রকূটদের নিয়ন্ত্রণে আসে এবং পরবর্তীকালে রাষ্ট্রকূটদের দ্বারা সংস্কার ও প্রসারিত হয়।
- **মন্দির তৈরি**প্রদক্ষনপাঠ, মুখমন্তপ, সভামন্তপ, অন্তরাল এবং গর্ভগৃহ নিয়ে গঠিত
- **জৈন নারায়ণ মন্দির**- সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রকূট রাজবংশ দ্বারা নির্মিত।
- পল্লব (দ্রাবিড়) স্থাপত্যশৈলী রাষ্ট্রকূটদের দ্বারা গৃহীত হয়েছিল।

প্রত্যাখ্যান

- **থেকে শুরু হয়েছে**খোট্টিগা আমোঘবর্ষের রাজত্ব - ৯৭২ খ্রিস্টাব্দে পরমারা রাজবংশের শাসক দ্বারা পরাজিত ও নিহত।
- শেষ শাসক - চতুর্থ ইন্দ্র ৯৮২ খ্রিস্টাব্দে সল্লেখানা নামক একটি জৈন আচার পালন করে নিজের জীবন নিয়েছিলেন।

ত্রিপক্ষীয় সংগ্রাম

উত্তরে গুর্জরা-প্রতিহার, দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূট এবং পূর্বে পাল

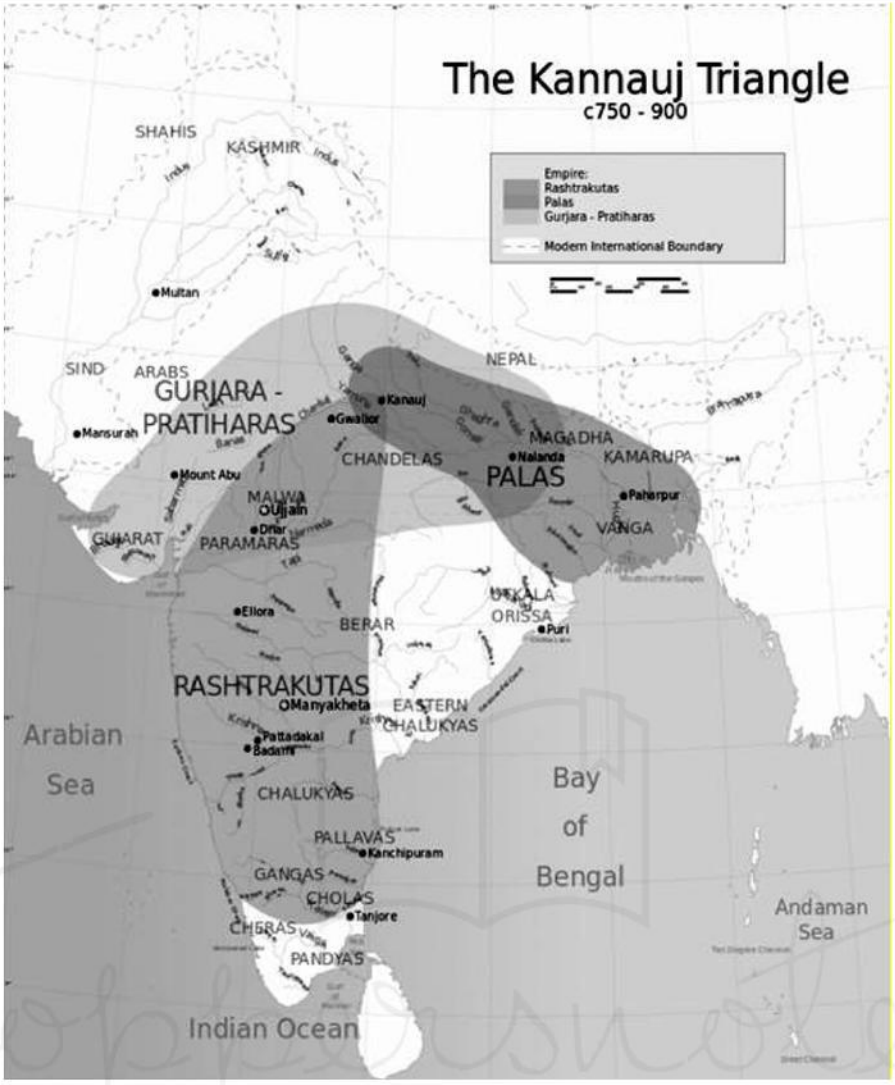

কারণসমূহ

- **কনৌজ ও উত্তর ভারতের নিয়ন্ত্রণ।**
- গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চলের সমৃদ্ধ সম্পদ
- **গুজরাট-মালওয়া বন্দরে প্রবেশ**-অঞ্চল; বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ
- **কনৌজ**-গঙ্গা বাণিজ্য পথ অবস্থিত এবং সিল্ক রুটের সাথে যুক্ত ছিল।

ফলাফল

- **প্রতিহারা**-রাজা দ্বিতীয় নাগভট্টের অধীনে বিজয়ী আবির্ভূত হন।
- কনৌজ গুর্জরা-প্রতিহারদের রাজধানী হয়ে ওঠে

বাংলার সেনরা

- খ্রিস্টীয় ১১ এবং ১২ শতকে বাংলা শাসন করেছিল।
- **প্রতিষ্ঠাতা- সামন্ত সেনা।**
- **বিজয় সেনা,**তাঁর নাতি- প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা তাঁর শাসনে সমগ্র বাংলাকে একত্রিত করেন এবং প্রায় 70 বছর শাসন করেন।
- শিল্পকেও পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন।
- **দেওপাড়া প্রশস্তি** -উমাপতিধর তাঁর সময়ে রচিত।

সমাজ ও ধর্ম

- গোঁড়া হিন্দুধর্মের একটি চিহ্নিত পুনরুজ্জীবন।
- **বর্ণপ্রথা** পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
- **হাইপারগ্যামির বাংলা পদ্ধতি,**মহিলাদের সামাজিকভাবে ঊর্ধ্বমুখী বিবাহ, সেন রাজা বল্লালসেন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

শিল্প এবং স্থাপত্য

- পালদের শৈলীর ধারাবাহিকতা।